বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা
www.bb.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ১৭

তারিখ : ২২ আশ্বিন, ১৪২২
০৭ অক্টোবর, ২০১৫

ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান/সম্পাদক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল সমবায় সমিতি

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সমবায় সমিতি সমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(ব)(এ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(২০)(এ)(৩) ধারার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশে কার্যরত সকল সমবায় সমিতি কে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী সমবায় সমিতি বলতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর আওতায় অনুমোদিত/ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বুঝাবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২৩ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫ এ মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২৫ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৬ এ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব বর্ণিত রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ ও ২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইন ও উক্ত আইনের আওতায় জারীকৃত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পরিপালনে সমবায় সমিতি সমূহের জন্য অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(জ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারী করা হলো ঃ

১। পরিপালন কাঠামো ঃ

১.১ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা ঃ

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর নির্দেশনাবলীর সমন্বয়ে প্রতিটি সমবায় সমিতির নিজস্ব নীতিমালা থাকবে যা নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে । উক্ত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনতে হবে। সমবায় সমিতি সময় সময় নীতিমালাটি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন করবে।

১.২ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (Central Compliance Unit)/ Contact Pointঃ

(১) সমবায় সমিতিগুলোকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখার জন্য এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালনার্থে-

(ক) প্রতিটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট' (Central Compliance Unit) প্রতিষ্ঠা করবে যা সরাসরি সমিতির নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কর্তৃক তত্ত্বাবধান করতে হবে। উল্লিখিত 'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা' প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti Money Laundering

Compliance Officer-CAMLCO) নামে অভিহিত হবেন এবং জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে Contact Point হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য, প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির এমন একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দিতে হবে, যার সমবায় সমিতি পরিচালনায় যথাযথ অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমবায় সমিতি সমূহ তাদের আকার ও কার্যক্রমের বিস্তৃতি অনুযায়ী উক্ত 'কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট' (Central Compliance Unit)-এ উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করবে।

(খ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে Contact Point হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করবে।

(গ) প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সব পর্যায়ের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমবায় সমিতি Contact Point হিসেবে মনোনীত কর্মকর্তার নাম, পদবী, যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স ও ই-মেইল বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে সরবরাহ করবে এবং উক্ত তথ্যের কোনরূপ পরিবর্তন হলে তা সাথে সাথে বিএফআইইউ কে অবহিত করবে। Contact Point হিসেবে মনোনীত কর্মকর্তার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলী ও এতদ্‌বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(২) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সমবায় সমিতিগুলো নিজস্ব কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট এবং ক্ষেত্রমত Contact Point মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(৩) জাতীয় সমবায় সমিতির কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট সংশ্লিষ্ট জাতীয় সমবায় সমিতির আওতাধীন কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী জারী করবে যেখানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে লেনদেন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১.৩ ঝুঁকিভিত্তিক নীতিমালা

সমবায় সমিতি সমূহ তাদের গ্রাহক/সদস্য, প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী (ব্যক্তি, দল বা সংগঠন ইত্যাদি), ভৌগোলিক এলাকা, পণ্য, সেবা, লেনদেন বা সেবা প্রদান চ্যানেল ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি যথাযথভাবে নিরূপণ ও পর্যালোচনা করবে এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। গ্রাহক/সদস্য নির্বাচন নীতিমালা ঃ

গ্রাহক/সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সমবায় সমিতির একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। উক্ত নীতিমালায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

(১) বেনামে বা ছদ্মনামে কোন গ্রাহক/সদস্যের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা বা ঋণ প্রদান করা যাবে না।

(২) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কাছ থেকে কোন আমানত সংগ্রহ বা কোন ঋণ প্রদান করা যাবে না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এর ২ (ছ) নং বিধিতে সংজ্ঞায়িত রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে। এই তালিকাসমূহ http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৮ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিলভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে।

৩। গ্রাহক/সদস্য পরিচিতি ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এবং সমবায় খাতকে এ বিষয়ক ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখার জন্য গ্রাহক/সদস্য পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৩.১ গ্রাহক/সদস্যের সংজ্ঞা ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহক পরিচিতি ও যাচাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহক/সদস্য বলতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ২ এর অনুচ্ছেদ (২০ খ) মোতাবেক সমবায় সমিতির শেয়ারহোল্ডার সদস্য এবং আমানত বা ঋণের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) বা তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা সত্তা যার পক্ষে আমানত বা ঋণ পরিচালিত হয় বুঝাবে।

৩.২ Customer Due Diligence ঃ

১) Customer Due Diligence (CDD) বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহক/সদস্যের পরিচিতি যাচাইকরণ ও সনাক্তকরণসহ হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করাকে বুঝাবে।

২) গ্রাহক/সদস্যের ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে-

(ক) গ্রাহক/সদস্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;
(খ) বিদ্যমান গ্রাহক/সদস্যের সাথে আর্থিক লেনদেন সংঘটনের সময়;
(গ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে ইতঃপূর্বে গ্রাহক/সদস্যের পরিচিতির স্বপক্ষে যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বা সঠিক নয়; এবং
(ঘ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত এরূপ সন্দেহ হলে।

৩) গ্রাহক/সদস্যের পরিচিতি এবং সমবায় সমিতির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক সমিতি তাদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পর্যাপ্ত (পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক) তথ্য সংগ্রহ করবে। "সমিতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে" বলতে বিদ্যমান নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক CDD সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাকে বুঝাবে। "পূর্ণাঙ্গ (Complete)" বলতে প্রযোজ্য ব্যক্তি/সংস্থার পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সন্নিবেশকে বুঝাবে। উদাহরণস্বরূপঃ ব্যক্তির (সত্তার ক্ষেত্রে) নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা, পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/গ্রহণযোগ্য পরিচিতিমূলক ছবিযুক্ত আইডি কার্ড, ফোন/মোবাইল নম্বর ইত্যাদি। "সঠিক (Accurate)" বলতে পূর্ণাঙ্গ এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যার সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে।

৪) যদি গ্রাহক/সদস্যের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে/ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৫) আমানত বা ঋণের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্তকরণপূর্বক সমিতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে ঃ

ক) যদি কোন গ্রাহক/সদস্য অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসায়িক সম্পর্ক পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক/সদস্য ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

খ) যদি কোন হিসাবের অর্থের উৎস হিসাবধারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি হয় সে ক্ষেত্রে হিসাবের অর্থ যোগানদাতার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.৩ Customer Due Diligence সম্পাদন করা সম্ভব না হলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার করণীয় ঃ

গ্রাহক/সদস্যের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে অথবা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে অর্থাৎ গ্রাহক পরিচিতির সন্তোষজনক তথ্য প্রাপ্তি এবং তা যাচাই সাপেক্ষে CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে সমবায় সমিতি সমূহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

১) সমবায় সমিতিগুলো উক্তরূপ গ্রাহক/সদস্যের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করবে না বা প্রয়োজনে বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ করে দিবে;

২) বিদ্যমান এরূপ ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ করার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ করার পূর্বে হিসাব বন্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে;

৩) ক্ষেত্রমত এরূপ গ্রাহক/সদস্যের বিষয়ে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

৪। সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR) ঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রতিটি সমবায় সমিতির সকল কর্মকর্তা দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন।

(২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সমবায় সমিতির কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন।

(৩) সমবায় সমিতির কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ Contact Point এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে Contact Point অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ চিহ্নিত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Contact Point) সমিতি হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে অবিলম্বে 'পরিশিষ্ট-ক' তে সংযুক্ত ফরম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদিসহ বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৫) সমবায় সমিতি সমূহ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(৬) প্রাইমারি পর্যায়ের সমিতিতে কোন লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত না হলেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক প্রাইমারি পর্যায়ের সমিতিতে সংঘটিত কোন লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে অনুচ্ছেদ ৪(৪) মোতাবেক সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করতে হবে।

(৭) সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।

৫। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction) ঃ

(১) প্রতিটি সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের

দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা জারী করবে, সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবে।

(২) প্রতিটি সমবায় সমিতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার সংজ্ঞা এ সার্কুলারের ২(২) অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

(৩) প্রতিটি সমবায় সমিতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন রেজুলুশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার নামে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন/স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার নামে আমানত/ঋণ রয়েছে কিনা বা কোন লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন/স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন আমানত/ঋণ বা লেনদেন চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি উক্ত আমানত/ঋণ সংক্রান্ত লেনদেন বা লেনদেনটি স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

(৪) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলুশন ১৩৭৩ (২০০১) এর আওতায় বিদেশী সরকার বা বিদেশী এফআইইউ এর অনুরোধে বিএফআইইউ হতে প্রেরিত বা উক্ত রেজুলুশনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার সাথে আমানত/ঋণ বা অন্য কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য সমবায় সমিতি নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন আমানত/ঋণ চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি উক্ত আমানত/ঋণ লেনদেন স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

৬। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ঃ

৬.১ নিয়োগ ঃ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি তাদের বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করবে এবং নির্বাচিত প্রার্থীর পরিচিতির তথ্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টতা এবং এ সকল তথ্যের সমর্থিত দলিলাদি (জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সনদের কপি) সংগ্রহ এবং যাচাই (Employee Screening) করতে হবে যাতে কোন স্তরের কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান এ ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়। এক্ষেত্রে পরিচিতির তথ্য বলতে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম ও যে নামে তিনি সমাজে পরিচিত, ছবি, পিতা-মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, জন্মতারিখ, জাতীয়তা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা বুঝাবে। এছাড়া, প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্তে উল্লিখিত পরিচিত ব্যক্তি (রেফারেন্স) হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা যেতে পারে।

৬.২ প্রশিক্ষণ- সমবায় সমিতি কর্মকর্তা ঃ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক সমবায় সমিতি তাদের সকল কর্মকর্তাদের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করবে।

৬.৩ **শিক্ষণ- সমবায় সমিতি গ্রাহক ঃ**

সমবায় সমিতি সমূহ তাদের গ্রাহক/সদস্যদের সদস্যপদ খোলার প্রাক্কালে যাচিত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ ও দলিলাদি দাখিলের যৌক্তিকতার বিষয়ে গ্রাহক/সদস্যকে অবহিত করবে এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহক/সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময় সময় লিফলেট বিতরণ এবং সমবায় সমিতির দৃশ্যমান স্থানে এ বিষয়ক পোস্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করবে।

৭। **রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ ঃ**

(১) গ্রাহক/সদস্যের আমানত/ঋণ সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য বা দলিলাদি ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে;

(২) গ্রাহক/সদস্যের CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সংগৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি, আমানত/ঋণ সংক্রান্ত দলিলাদি, ব্যবসায়িক পত্র যোগাযোগ এবং কোন গ্রাহক/সদস্যের বিষয়ে কোন প্রতিবেদন প্রণীত হলে এ সকল তথ্যাদি/দলিলাদি গ্রাহকের আমানত/ঋণ বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) সংরক্ষিত লেনদেনের তথ্যাদি অপরাধ কার্যক্রমের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দালিলিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট/পর্যাপ্ত হতে হবে।

(৪) গ্রাহকের CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে গৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি বিএফআইইউ এর চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করতে হবে।

(৫) প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য প্রধান কার্যালয়ে ও শাখা/প্রকল্প কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত তথ্যাবলী জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

(৬) যাদের নিয়ন্ত্রণে অথবা নির্দেশনায় সমবায় সমিতি পরিচালিত হচ্ছে (নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পরিচালনা পর্ষদ/ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য/ও অন্যান্য) তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং উক্ত তথ্যের সমর্থনে দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিচিতির তথ্য বলতে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম ও যে নামে তিনি সমাজে পরিচিত, ছবি, পিতা-মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, সন্তানদের নাম, জন্মতারিখ, জাতীয়তা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, পেশা/আয়ের উৎস এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টতা বুঝাবে। উক্ত তথ্যাবলী জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

(৭) নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (আয়-ব্যয় হিসাব বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ) এবং এ সম্পর্কিত দলিলাদি ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী ঃ মোট ১(এক) পৃষ্ঠা।

(দেবপ্রসাদ দেবনাথ)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৯৫৩০১১৮

পরিশিষ্ট-ক

SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR) FORM

A. Reporting Institution:
   1. Name of the Institution:
   2. Address of the Institution:

B. Details of Report:
   1. Date of sending report:
   2. Is this the addition of an earlier report? Yes ☐ No ☐
   3. If yes, mention the date of previous report

C. Suspect Details:
   1. Name:
   2. Address:
   3. Profession/Business:
   4. Nationality/Ownership status:
   5. Father's name/ Proprietor's name:
   6. Mother's Name:
   7. Date of birth:
   8. Place of birth:
   9. Passport No.:
   10. National Identification No.:
   11. Birth Registration No.:
   12. Contact Details:
       Mobile No-
       Email-
   13. Any other important Information:

D. Suspicious Transaction/Attempted Transaction Details :

Sl. no.	Date	Amount	Type

E. Reasons for considering the transaction(s) as unusual/suspicious?

(Mention summary of suspicion and consequence of events) (Use separate sheet, if needed)

F. List of Documents attached with the report

Signature:
(Compliance Officer)
Name:
Designation:
Phone No:
Date: